দৈনিক খবর

তারিখ ... 24 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

উপাচার্য তদন্ত কমিটি গঠন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকেও মিথ্যা তথ্য দেন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে

শাহজাহান ওয়ালী সাজু ও মতিউর রহমান মন্টু ● ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপহার হিসেবে প্রাপ্ত বাস থেকে প্রধানমন্ত্রীর নাম মুছে ফেলার পর বিগত ৭ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাবধি ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত ২৫শে নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির এবং ছাত্রদলের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হল ছেড়ে যাবার সময় শিবিরের সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতে লিখা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নাম মুছে ফেলে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্রদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানানো হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দিলেও অধ্যাবধি ঐসব চিহ্নিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী থেকে প্রধানমন্ত্রীর নাম মুছে ফেলার কিছুদিন পরই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী নিজেই গাড়ী থেকে তার নাম মুছে ফেলার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চান। উপাচার্য এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া পরিষদের সভাপতি ডঃ আশরাফ আলীকে আহবায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এ ছাড়াও ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে বলেও প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়।

কিন্তু দৈনিক খবরের পক্ষ থেকে আমাদের উক্ত প্রতিবেদক ঘটনার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে জেনেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী থেকে প্রধানমন্ত্রীর নাম মুছে ফেলার ঘটনার তদন্ত করার জন্য ডঃ আশরাফ আলীকে আহবায়ক করে তদন্ত কমিটি গঠনের সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে ঘটনা সংঘটিত হবার ১ মাস পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে আসার পর উপাচার্য আইন বিভাগের চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক জোয়ার্দারকে আহবায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করলে তিনি তা সরাসরি নাকচ করেন বলে জানা গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, প্রকৃতপক্ষে কোন তদন্ত কমিটি গঠন না করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখে কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে অন্য একজন শিক্ষককে আহবায়ক করে কমিটি গঠনের প্রস্তাব নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারেননি বলেই আইন বিভাগের চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক জোয়ার্দার তা প্রত্যাখ্যানকরেন।

প্রধানমন্ত্রীকে খুশী করার জন্যে উপাচার্য কর্তৃক মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তা সকলকেই হতবাক করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একজন শিক্ষক বলেন, 'উপাচার্যের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখে এতবড় একটি মিথ্যা কথা বলার ঘটনা দেখে লজ্জায় মাথা নীচু করে রেখেছিলাম।' অপর একজন শিক্ষক বলেন, 'নিজের গদি রক্ষার জন্যে উপাচার্য নির্লজ্জের মত এরূপ মিথ্যা কথা বলতে পারে তা ভাবতেই অবাক লাগে।'

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার দেয়া গাড়ী থেকে তার নাম মুছে ফেলার ঘটনা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। শিবিরের সন্ত্রাসীরা উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত বলেই ঘটনা সংঘটিত হবার ৭ মাস অতিবাহিত হবার পরও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে কোন তদন্ত কমিটি গঠন না করেও উপাচার্য প্রধানমন্ত্রীকে ধোঁকা দিয়েছে বলে ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে।